শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর

সূচক কীর্ত্তন

পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ দাস শাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ

শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর শ্রীগুরুদেব

শ্রীশ্রী কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রভু

।। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি ।।
।। শ্রীশ্রী রাধাশ্যামসুন্দর দেব বিজয়তে তমাম্ ।।
।। শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রভু শরণম্।।
।। শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু শরণম্।।
।। শ্রীশ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদ সহায়ম্।।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। "জয় প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ। নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ।।"

শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর

সূচক কীর্ত্তন

প্রথম সংস্করণ ঃ দশ সহস্র গ্রন্থ

(শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু জীউর ৩৬৪তম অন্তর্দ্ধান তিথি, ফাল্গুন শুক্লা প্রতিপদ, ইং ৯ই মার্চ ২০১৬)

—ঃ গ্রন্থকার ঃ—

পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ দাস শাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ

—ঃ প্রকাশক ঃ—

প্রভু শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রেম সংস্থান ট্রাষ্ট

শ্রীশ্রী রাধাশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির

" জগৎগুরু শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রভু দ্বারপীঠ"

(নিখিল বিশ্বের চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের বাহান্নটি দ্বারপীঠের মধ্যে একটি প্রধান দ্বারপীঠ এবং মাধ্ব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের কেবলমাত্র দুইটি দ্বারপীঠের মধ্যে অন্যতম প্রধান দ্বারপীঠ।)

সেবাকুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন-২৮১১২১, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ভারত

মোবাইল নং-৯৪১২২২৬৩৬৮, ৯২৫৮০৫৬৩৬৮, WS.A.9412280938

e-mail : shyamanandaprabhu@radhashyamsundar.com

shyamanandaprabhu 1535 @gmail.com

website : www.radhashyamsundar.com

* গ্রন্থের সর্বসত্ব গ্রন্থকারের দ্বারা সংরক্ষিত *

—ঃ গ্রন্থ প্রাপ্তি স্থান ঃ—

১। **শ্রীশ্রী রাধাশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির**
"জগৎগুরু শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রভু দ্বারপীঠ"
সেবাকুঞ্জ, লোই বাজার, শ্রীধাম বৃন্দাবন, জেলা-মথুরা,
উত্তর প্রদেশ, ভারত, পিন—২৮১১২১
মোবাইল-০৯৪১২২২৬৩৬৮, ০৯২৫৮০৫৬৩৬৮

২। **শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির**
শ্রীশ্রী শ্যামানন্দী গাদী, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর,
পশ্চিমবঙ্গ,ভারত। পিন-৭২১৫০৬।মোবাইল-০৯৯৩২৭৯২৫৪৩

৩। **শ্রীশ্রী মহাপ্রভু জীউর মন্দির.**
শ্রীশ্রী বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের শ্রীপাট, নরপোতা তমলুক-৭২১৬৩৬,
পূর্ব্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল-০৯৭৩৪৪১৫০৩১

৪। **শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রভু জন্মস্থান**
ধারেন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৫। **শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু জন্মস্থান**
রোহিনী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৬। **শ্রীশ্রী মদনমোহন জীউর মন্দির**
নাড়াজোল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৭। **শ্রীশ্রী কুঞ্জমঠ**
শ্রীধাম পুরীতে শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদি নিবাস স্থান
গণামল্ল সাই, বালিসাই , শ্রীধাম পুরী, উড়িষ্যা, ভারত। মোঃ-০৭৫০৪৬৯৯০৪৯

৮। **শ্রীশ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদ জন্মস্থলী**
অঠান্তর, রেমুনা, বালেশ্বর, উড়িষ্যা, ভারত।

৯। **শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ নিকেতন**
গৌর বিহার, পটিয়া, ভুবনেশ্বর-৭৫১০৩০,উড়িষ্যা, ভারত,মোঃ-০৯৯৩৭২৩৪৬৬৮

১০। **প্রভু শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ আশ্রম**
রাধানগরী, চন্দনেশ্বর, বালেশ্বর, উড়িষ্যা, ভারত।

শ্রীনিতাইগৌর কম্পুটর, গৌরধাম কলোনী, রাধাকুণ্ড। মো-৯৮৯৭৮০৭৭০৬

উৎসর্গ পত্র

"সান্দ্রানন্দকরং রসোন্নতিকরং শ্রীকৃষ্ণ ভাবাকরম্।
চেতঃ শান্তিকরং তমঃ ক্ষয়করং ভক্তাবলীশঙ্করম্।।
দুঃখোচ্ছেদকরং সুখান্বয়করং কারুণ্য সম্পৎকরম্।
দীনোদ্ধারকরং নমামি রসিকানন্দ প্রভুং ভাস্করম্।।"

শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীউর প্রিয় লীলা পরিকরগণ যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীউর রূপেতে মানেন, শ্রীশ্রী কৃষ্ণ জীউর ভক্তগণ যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবন বিহারী শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউর রূপেতে জানেন, জ্ঞানীগণ শ্রীশ্রী ব্রহ্ম রূপেতে যাঁহার উপাসনা করেন, যোগীগণ শ্রীশ্রী পরমাত্মা রূপেতে যাঁহার ধ্যান করেন, ব্রহ্মা-শিব এবং দেবগণ যাঁহার অসীম গুণের কীর্ত্তন করিতে থাকেন, যিনি স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তভাবকে অঙ্গীকার করিয়া নরলীলার অনুরূপ লীলাদির সংঘটন করিয়া থাকেন, জীবের দুর্দশাতে ব্যাকুল হইয়া শ্রীশ্রী কৃষ্ণ 'প্রেমভক্তি' দান করিয়া জীবের পরম কল্যাণের জন্যে যিনি প্রকট হন, সেই শ্রীশ্রী শ্যামানন্দী কুলচন্দ্রমা, শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু জীউর করকমলে, "গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা"র ন্যায়, "শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর সূচক কীর্ত্তন" গ্রন্থ পুষ্প ভক্তি অর্ঘ্য রূপে অর্পণ করিতেছি।

—শ্রীশ্রী কৃষ্ণগোপালানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুপাদ

ভূমিকা

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই পুনর্বার শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু রূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নাম এবং প্রেম বিতরণের দ্বারা জীবের পরম মঙ্গল ও কল্যাণ রূপ তাঁহারা অসম্পূর্ণ কার্য্যকে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন উড়িষ্যার অন্তর্গত মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী রোহিনী নগরে রাজা শ্রীঅচ্যুতানন্দ দেব এবং রাণী ভবানী দেবীর পুত্ররূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শৈশবাবস্থা হইতেই তিনি বিভিন্ন কৌশলে শ্রীশ্রী কৃষ্ণ নাম ও প্রেমের প্রচার করিয়া জগৎবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, রাজা-মহারাজা, পণ্ডিত-মূর্খ আদি কেবল মনুষ্য মাত্রই নহে, বনের পশু ব্যাঘ্র, হাতি, সিংহ, হরিন, ভালুক এবং ময়ুর আদি পক্ষীগণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর কৃপায় সুদূর্লভ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ প্রেমের অধিকার হইয়াছিল। উড়িষ্যার বানপুরে একটি বিশাল মত্ত বন্য হাতি শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পশ্চাতে পরম বৈষ্ণব হইয়া অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবী হইয়াছিল এবং তাহার সহিত পাঁচ-সাত শত সাধু-বৈষ্ণব সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। পুরীর রাজা গজপতি শ্রী লাঙ্গুলা নৃসিংহদেব, সমগ্র উড়িষ্যার শাসনকর্তা সুবেদার আহম্মদী বেগ, দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট শাহজাহান এবং তাঁহার পুত্র তৎকালীন বাংলার নবাব শাহ সুজা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রী নারায়ণ রূপে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। কেবল মনুষ্য এবং পশুপক্ষী নহে

শ্রীইন্দ্রদেব, শ্রীঅগ্নিদেব আদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর আদেশ পালনে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। শ্রীব্রহ্মার পুত্র শ্রীসনক, শ্রীসনন্দ, শ্রীসনাতন, শ্রীসনৎকুমার আসিয়া শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নাম ও প্রেমের প্রচার করিতে করিতে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনায় শ্রীশ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর শ্রীঅঙ্গে সশরীরে অন্তর্দ্ধান হইয়া শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু তাঁহার নরলীলা সঙ্গোপন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর সূচক কীর্ত্তন কেহ রচনা করেন নাই। শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর প্রিয় লীলা পরিকর শ্রীমদ্ গোপীজনবল্লভ দাস বিরচিত "শ্রীশ্রী রসিকমঙ্গল" গ্রন্থকে আধার করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিরক্ত শিরোমণি পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ দাস শাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ আখর সংযোজন করিয়া শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর এই সূচক কীর্ত্তনটি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দৈব বশতঃ সূচক কীর্ত্তনটি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি গোলোকধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা করি রসিক ভক্তগণ এই সূচক কীর্ত্তনকে আস্বাদন করিয়া শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর দিব্যাতিদিব্য লীলামৃত সমুদ্রে অবগাহন করিবার সৌভাগ্যকে প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিত শ্রী পরমানন্দ দাস শাস্ত্রীজী মহারাজের অসম্পূর্ণ প্রয়াসকে সফল এবং সার্থক করিবেন। শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর অন্তর্দ্ধান তিথি ফাল্গুন শুক্লা প্রতিপদে এই সূচক কীর্ত্তনটি অবশ্য কীর্ত্তনীয়।

—শ্রীশ্রী কৃষ্ণগোপালানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুপাদ

।। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি ।।
।। শ্রীশ্রী রাধাশ্যামসুন্দর দেব বিজয়তে তমাম্ ।।
।। শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রভু শরণম্।।
।। শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু শরণম্।।
।। শ্রীশ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদ সহায়ম্।।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।।"

জয়রে জয়রে জয় শ্রীরসিকানন্দ প্রভু জয়
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুনঃ পরকাশ।
পাপী তাপী উদ্ধারিতে জগজনে কৃষ্ণ প্রেমদিতে
আবির্ভূত শ্রীশ্যামানন্দ দাস।।

একবার প্রাণ ভরে জয় দাও
শ্রীরসিকানন্দ গুণ ধামের ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীরসিকানন্দ প্রভুবরের ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীনবচৈতন্য শ্রীরসিকানন্দের ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীগৌরাবতার শ্রীরসিকানন্দের ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রীরসিকানন্দের ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীব্রহ্মদেব শ্রীরসিকানন্দের ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীপরমাত্মা শ্রীরসিকানন্দের ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বিতীয় কলেবর ,, ,, ,, ,, ,,
শ্রীঅনিরুদ্ধাবতার রসিক মুরারীর ,, ,, ,, ,, ,,

প্রাণ ভরে জয় দাও
শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রিয়দাসের ,, ,, ,, ,,(মাতান)

অবনীতে সর্ব্বজনে পাপে দৃঢ় মতি।
নাহি লয় হরি নাম, নাশুনে হরি কীর্ত্তি।।

হৈল ধরণী পাপে পরিপূর্ণ
কেউ লয়না কৃষ্ণ বিষ্ণু নাম " " " "
কেউ শুনেনা কৃষ্ণ বিষ্ণু নাম " " " "
কেউ শুনেনা কৃষ্ণ গোবিন্দ নাম " " " "

সবে আত্ম সুখে মত্ত
মায়ার দাস হইয়া সতত " " " "
মায়ার লাথি খায় সতত " " " "
মায়ার দাস হইয়া সতত মায়ার লাথি খায় সতত (মাতান)

তার মধ্যে যেবা আছে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
অনুক্ষণ জানান কৃষ্ণের চরণ কমল।।
সাধুর কাতর ডাকে রাধাকৃষ্ণ কৃপাবান।
প্রকটিত অবনীতে গৌরাঙ্গ ভগবান।।

হৈলেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ।
দেখি ধরণী পাপে পরিপূর্ণ " " "
শুনি মর্ত্তবাসীর ত্রাহি ত্রাহি ক্রন্দন " " "

আর কি প্রভু রইতে পারে।
ভক্তগণ ডাকে কাতরে " " " " "
সবে আর্ত্তিতে সদাই ঝুরে " " " " (মাতান)

প্রকটিত অবনীতে গৌরাঙ্গ ভগবান।।
উৎকলেতে আছয়ে যে মল্লভূমি নাম।
তার মধ্যে রোহিণী নগর অনুপম।।
সেই দেশাধিপতি অচ্যুত মহাশয়।
শান্ত-দান্ত ক্ষমাশীল অতি সুহৃদয়।।
ভবানী বলিয়া তাঁর পত্নী জগন্মাতা।
তপস্যা সাধনে হৈলা রসিকের পিতামাতা।।

অবনীতে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম লওয়াইতে।
রসিকেন্দ্র অবতীর্ণ হৈলা পৃথিবীতে।।

পৃথিবীর আনন্দ আর ধরেনা
শ্রীরসিকানন্দ দেব অবতীর্ণ ,, ,, ,, ,,
কলির প্রভাব মিটল বলে ,, ,, ,, ,,
অধর্মের হবে পলায়ন ,, ,, ,, ,,
কৃষ্ণ নামের হবে প্রচার ,, ,, ,, ,,
নাম সংকীর্ত্তনে মাতিবে জগৎ ,, ,, ,, ,,

রসিকেন্দ্র অবতীর্ণ হৈলা পৃথিবীতে।।
বাল্য হৈতে সর্বধর্ম করেন পালন।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সেবন।।
একদা বৈষ্ণবী নাম দয়াল দাসী ঠাকুরাণী।
শ্রীচৈতন্যের ভক্তদাসী সবেই বাখানি।।
আনন্দে দয়াল দাসী রসিকে কোলে করি।
হরিনাম শুনাইলা অনুগ্রহ করি।।
সেই দিন হৈতে স্মরে একলক্ষ নাম।

লক্ষ নাম সদা স্মরে
বালক শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে হয়ে বিভোর ,, ,, ,, ,,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে হয়ে বিভোর ,, ,, ,, ,,
নাম নামী অভেদ জেনে ,, ,, ,, ,,
তিলক তুলসী মালা অঙ্গে ধরে ,, ,, ,, ,,
আচরি ভক্তি শিখাইতে ,, ,, ,,(মাতান)

সেই দিন হৈতে স্মরে একলক্ষ নাম।
তিলক তুলসী মালা অতি অনুপম।।

তবে পঞ্চ অধ্যাপক মহাজন স্থানে।
শ্রীরসিক পড়েন করিয়া আরাধনে।।
বিদ্যা শিক্ষা নয় বিদ্যা আরাধনা।
শ্রীরসিকানন্দের পড়াশোনা " " " " "
পড়ে পঞ্চ অধ্যাপক স্থানে
শীঘ্র বিদ্যা করিতে আহরণে " " " "
বিদ্যাবিনা কিছুই হয় না জানা " " " "
বিদ্যারসে মত্ত রাত্রদিনে " " " "
কে আমি আমার প্রভু কে হয় " " " "
ভক্তি রস-তত্ত্ব জানবো কেমনে " " " "
গৌর কৃষ্ণকথা জানবো কেমনে " " " "
তবে বিদ্যা অধ্যয়ন শেষে
সংসার ধর্মে কৈল প্রবেশে " " " "
পিতামাতার ইচ্ছাক্রমে " " " "
শ্রীকৃষ্ণের সংসার জেনে
পিতা মাতার ইচ্ছাক্রমে " " "
সংসার ধর্মে কৈল প্রবেশে
সংসারে থেকে কৃষ্ণ ভজন শিক্ষাদিতে " " " "
নৈলে তারে কি বাঁধে বিষয় বন্ধনে
যে সকলকে বন্ধন মুক্ত করে " " " " " "
নাম তাঁর শ্যাম দাসী ঠাকুরাণী খ্যাতা।
রসিক পত্নী মহালক্ষ্মী অবতীর্ণ হৈল মাতা।।
লক্ষ্মীদেবী অবতীর্ণ হলেন
বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রকট জেনে " " "
কারণার্নবশায়ীর আগমনে " " "
তাঁহার সেবা করবে বলে " " "

আমার প্রভুর সেবা কে বা জানে ” ” ”

রসিক পত্নী মহালক্ষ্মী অবতীর্ণ হৈল মাতা।।
তাঁরে বিভা করি রসিক গৃহে নানা রঙ্গে।
ভাগবত রসে লীন রসিক জন সঙ্গে।।

শ্রীভাগবত আস্বাদিয়ে

অন্তরঙ্গ ভাবুক জন সঙ্গে ” ”
রসিক ভকত জন সঙ্গে ” ”

কেবল কলি জীবের শিক্ষার লাগি

সংসারে থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ” ” ” ” ”

পারিবে নাতো কঠোর ভজন

কলিহত পতিত জীব ” ” ” ”
তীব্র বৈরাগ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ” ” ” ”
সর্ব্বস্ব ত্যজি শ্রীকৃষ্ণ ভজন ” ” ” ”

কারো ভাগ্যে কখন হয়

কোন ভাগ্যবানের লব সাধু সঙ্গে ” ” ” ”
সর্ব্বস্ব ছাড়ি কেবল শ্রীকৃষ্ণভজন ” ” ” ”

সবার ভাগ্যে হয় না

কলিহত পতিত জীবের ” ” ” ”
দেহ গেহ ভুলি শ্রীকৃষ্ণ ভজন ” ” ” ”

তারা কেন বঞ্চিত হবে?

পরম করুণা সিন্ধু অবতারে ” ” ” ”
গৃহবাসী পতিত জীব গণে ” ” ” ”

তাইতো রসিকানন্দ অবতীর্ণ

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ” ” ”
শিখাইতে গৃহে থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ” ” ”

শ্রীকৃষ্ণের সংসার জানো
তোমরা সেবক, সেবিকা, দাসদাসী ” ” ”

বিচার যেন করো না কেউ
রসিকানন্দ নব চৈতন্য ” ” ” ” ”
মহৎ জনের সংসার ধর্ম ” ” ” ” ”
তাঁরা অধিকারী জন ” ” ” ” ”

সাবধান করে দিয়েছেন
শ্রীল কবিরাজ গোসাঁই ” ” ”
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ” ” ”

অধিকারী নহে ধর্ম চাহে আচরিতে।
অচিরাৎ নাশ যায় হাসিতে খেলিতে।।

ভুল যেন করো না
প্রাকৃতবৎ বিচার করে ” ” ” ”
নিজেদের মত বিচার করে ” ” ” ”

এ লীলা জীব উদ্ধার লাগি
আমাদের কি সে যোগ্যতা আছে ” ” ” ” ”

কেবল ভাই কররে স্মরণ
হৃদয়ে ধরি শ্রীগুরুচরণ ” ” ” ”
রসিকানন্দের লীলা চরিত্র ” ” ” ”

ভাগবত রসে লীন রসিক জন সঙ্গে।।
ঘন্ট শিলা নামে মহাতীর্থ এক স্থানে।
কুটুম্ব সহ রসিক করিছেন বিশ্রামে।।
গোধূলি কালে রসিক ভাবিলেন মনে।
মন্ত্রদীক্ষা মোর না হইল এতদিনে।।
লক্ষ্য পূর্ণ কেমনে হবে সময় বহি যায়।
আমার উপদেশ কর্ত্তা শ্যামানন্দ রায়।।

শ্যামানন্দ প্রভু গুরু আমার
আমি তাঁর নিত্য কিঙ্কর ,, ,, ,, ,,
আমি তাঁর চিহ্নিত দাস ,, ,, ,, ,,
জন্মে জন্মে গুরু আমার ,, ,, ,, ,,
সময়ে মোদের হবে মিলন ,, ,, ,, ,,

আমার উপদেশ কর্ত্তা শ্যামানন্দ রায়।।
সেই হৈতে রসিক সদা থাকেন উৎকণ্ঠাতে।
অহর্নিশি শ্যামানন্দে দেখেন ধ্যানেতে।।
হেনকালে শ্যামানন্দ কৈল আগমন।
কৃষ্ণের আদেশে ব্রজভূমি করিয়া ত্যজন।।

শ্যামানন্দ তুমি উৎকলে যাও
কর রসিকে দীক্ষা দান ,, ,, ,, ,,
দোঁহে মিলি কর উদ্ধার ,, ,, ,, ,,
উৎকলে ঘোর অনাচার ,, ,, ,, ,,
মোর ভক্তগণ দুঃখে আছে ,, ,, ,, ,,
মোর নাম প্রেম প্রচার কর ,, ,, ,, ,,

কৃষ্ণের আদেশে ব্রজভূমি করিয়া ত্যজন।।
শ্যামানন্দ সনে রসিকের সে মিলন।
এবং সেই দীক্ষা লীলা কে করে বর্ণন।।
তবে ত শ্রীশ্যামানন্দ নির্জনে রসিকে।
ভজন নির্ণয় সব কহে একে একে।।

কৃপা করে জানাইলেন
শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দে ,, ,, ,,
ভজন-সাধনের নিগুঢ় রহস্য ,, ,, ,,
সাধ্য সাধন তত্ত্ব রহস্য ,, ,, ,,

গৌর গোবিন্দ লীলা রহস্য ” ” ”
কে গৌর? সে কেন গৌর? ” ” ”
যার তত্ত্ব তারে জানায় ” ” ”
প্রাণ প্রিয় রসিকে পেয়ে ” ” ”
ভাবেতে বিভোর হয়ে ” ” (মাতান)

ভজন নির্ণয় সব কহে একে একে।।
কত দিন রহিলেন কৃষ্ণ কথা রসে।
একদা শ্যামদাসীরে রসিক কহেন হরিষে।।
ব্রজেতে যাইব আমি করিনু নিশ্চয়।
তোমরা গিয়া থাক সব কুটুম্বের আলয়।।

দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে
গুরু শ্যামানন্দের কৃপা পাঞা ” ” ” ”
শ্রীবৃন্দাবন দরশনের আশে ” ” ” ”
রাধাশ্যামসুন্দর দরশন আশে ” ” ” ”

শ্রীরসিকানন্দ বলেন বচন
শ্যামদাসীরে করি সম্বোধন ” ” ”
থাক কিছু দিন কুটুম্ব সদন ” ” ”

ব্যাকুল হোল আমার প্রাণ
দেখিতে মধুর বৃন্দাবন ” ” ” ”
যাবো দেখতে ব্রজধাম ব্যাকুল হোল আমার প্রাণ

তোমরা গিয়া থাক সব কুটুম্বের আলয়।।
বনভূমি দিয়া গেল অযোধ্যার পথে।
অনুরাগ ভরে গেলা ব্রজেতে ত্বরিতে।।

যায় রসিকানন্দ ব্রজের পথে
শ্রীগুরুচরণ ধরি হৃদে ” ” ” ”

ব্রজ মাধুরী নিরখিবেন বলে ,, ,, ,, ,,
পূর্ব্ব লীলা স্মরণ করি ,, ,, ,, ,,
শ্যামা শ্যামের দর্শন আশে ,, ,, ,, ,,
পূর্ব্ব লীলাস্থলী দর্শন আশে ,, ,, ,, ,,

আহার নাই নিদ্রা নাই

অনুরাগে দেহ স্মৃতি নাই ,, ,, ,, ,,
অনুরাগে কাঁদে সদাই ,, ,, ,, ,,

উপনীত ব্রজ বনে

রসিকানন্দ ব্যাকুল প্রাণে ,, ,, ,,
হা রাধে হা রাধে বলি করে ক্রন্দনে ,, ,, ,,

বুলে ব্রজের বনে বনে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ অন্বেষনে ,, ,, ,, ,,
অনুরাগে ব্যাকুল প্রাণে ,, ,, ,, ,,
নিধুবনে নিকুঞ্জবনে ,, ,, ,, ,,
দ্বাদশ বনের বনে বনে ,, ,, ,, ,,
শ্রীযমুনার তীরে তীরে ,, ,, ,, ,,
কোথা রাধে মুরলীবদন খোঁজে ব্রজের বনে বনে
একবার দেখা দাও বলে ,, ,, ,, ,,

অনুরাগ ভরে গেলা ব্রজেতে ত্বরিতে।।
গোবর্দ্ধন গিরি হেরি হারাল চেতন।
অবতরি গোপাল রায় দিল দরশন।।

উপনীত গোবর্দ্ধনে

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড করি দর্শনে ,, ,,

ব্যাকুল হয়ে কাঁদেরে

একবার দেখা দাও বলে ,, ,, ,,

রসিক মুরছিত ভূমিতলে
গোবর্দ্ধন মাধুরী হেরি ” ” ”
পূর্ব লীলাস্থলী হেরি ” ” ”
কোথা গোবর্দ্ধন ধারী বলে ” ” ”

আর কি প্রভু রইতে পারে
রসিকানন্দ ডাকে কাতরে ” ” ” ” ”
রসিক ডাকে রসরাজে ” ” ” ” ”

গোপাল আসি দিল দরশন
মাধবেন্দ্র পুরীর সেবিত ” ” ” ”
রসিকানন্দের প্রেমের টানে ” ” ” ”
করিবেন না যে পদ স্পর্শ ” ” ” ”
গোবর্দ্ধন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ” ” ” ”
জগৎবাসীকে শিখাবে বলে ” ” ” ”

অবতরি গোপাল রায় দিল দরশন।।
সুবর্ণরেখার কুল অতি সুশোভিত।
আম্র কাঁঠালের বন শোভে চারিভিত।।
সেইগ্রাম্য শোভা কিছু কহনে না যায়।
“গুপ্তবৃন্দাবন“ বলি সর্ব লোকে গায়।।

বলে গুপ্ত বৃন্দাবন
গ্রামের শোভা হেরি বিলক্ষণ ” ” ”
রসিকানন্দ করিবেন লীলা ” ” ”
গুপতে বিধির একি সৃজন ” ”(মাতান)

“গুপ্ত বৃন্দাবন” বলি সর্বলোকে গায়।।
প্রেমানন্দে তথা থাকে রসিক শেখর।
শত শত সাধু সেবা করে নিরন্তর।।

শ্যামানন্দ রাখে নাম শ্রীগোপীবল্লভপুর।
গোপীবল্লভপুর নাম দিলেন।
শ্যামানন্দ করি যতন ,, ,, ,,
সকলই যেন গোপীগণ ,, ,, ,,
রসিক গোপী বল্লভ ,, ,, ,,
গোপীবল্লভের লীলা স্থলী ,, ,, ,,
গোপীবল্লভের গুপ্ত লীলা ,, ,, ,,
দয়াল প্রভু শ্যামানন্দ ,, ,, (মাতান)

শ্যামানন্দ রাখে নাম শ্রীগোপীবল্লভপুর।
ইথে সাধু-কৃষ্ণসেবা হৈবে পরচুর।।
রসিকেরে কহে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
নাম প্রেম দিয়া এবে উদ্ধারহ সবায়।।
লৌহ যেন পরশমণি ছুঁইলে হয় সোনা।
রসিক পরশে কার্ষ্ণ হৈল সর্বজনা।।

সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
রসিকানন্দ পরশে ,, ,, ,, ,, ,,
কৃষ্ণ গুণে সদাই ঝুরে ,, ,, ,, ,, ,,

সবে গৌর গৌর গৌর বলে।
রসিক মণি পরশ ক'রে ,, ,, ,, ,, ,,
রসিক মণি পরশ পেয়ে ,, ,, ,, ,, ,,
গৌরে রাধাকৃষ্ণ জেনে ,, ,, ,, ,, ,,
রসিক গৌরসুন্দর জেনে ,, ,, ,, ,, ,,

স্বয়ং মহাপ্রভুর আত্ম প্রকাশ
রসিকানন্দ গুণ মণি ,, ,, ,, ,,
সবে বলে অনিরুদ্ধাবতার কিন্তু ,, ,, ,, (মাতান)

রসিক পরশে কার্ষ্ণ হইল সর্বজনা।।
ইতি মধ্যে কতদিনে শ্যামানন্দ রায়।
বড় বলরামপুরে করিলা বিজয়।।
লিখিলেন নিজহস্তে পত্র একখানি।
ত্বরিতে আমারে আসি দেখিবে আপনি।।
প্রথম গ্রাস রসিক করিছেন গ্রহণ।
হেনকালে লিখা আসি হৈল উপসন।।
উঠিলেন রসিকেন্দ্র গুরু আজ্ঞা শুনি।
সুবর্ণ রেখাতে হস্ত ধুইলা আপনি।।

আর খাওয়া হল না।
এক গ্রাস মাত্র মুখে দিয়েছেন " " " "
শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞা শুনে " " " "
শ্রীগুরুগতপ্রাণ রসিকমুরারীর " " " "
গুরু আজ্ঞা পালন শিখাইতে " " " "

উঠি চলিলেন দ্রুতগতি।
কোথা শ্রীগুরু গুণমণি বলি " " "

দ্রুতগতি চলিলেন।
হাত ধুইলেন সুবর্ণ রেখায় " " (মাতান)

সুবর্ণরেখাতে হস্ত ধুইলা আপনি।।
দেখি শ্যামানন্দ বড় সন্তুষ্ট হইলা।
আলিঙ্গণ করি সন্মুখে বসাইলা।।
গুরু শিষ্যের সেই যথা মিলন রঙ্গ।
বর্ণে কার সাধ্য বহে প্রেমের তরঙ্গ।।
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
বড়কোলা গ্রামে প্রভু দিলা দরশন।।

পাট নেত চামর মণ্ডিল নানা ভাতি।
বৈশাখ পূর্ণিমা-চন্দ্র উজ্জ্বল সে রাতি।।
সমারোহে দোলযাত্রা করি মহাশয়।

দোল যাত্রা আয়োজিলেন
মহাসমারোহ করি ” ” ”
শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ” ” ”
দেখি বৈশাখী পূর্ণিমা ” ” ”

প্রকটীত হল দোল বিহার
নদীয়া বিনোদ নিতাই গৌরের ” ” ” ”
বৃন্দাবনের যুগল কিশোরের ” ” ” ”
পূর্ব্বের লীলা স্মরণ করি ” ” ” ”

যাইরে লীলার বলিহারী
নিতাই গৌরের দোলনভারী ” ” ”
রাধাশ্যামের দোলন ভারী ” ” ”
রসিকানন্দের দোলন ভারী ” ” ”

চৌদিকে আবির রাগে মুখরিত
আবির গুলাল রাগে মুখরিত
নিতাই গৌরের দোলন বিহার ” ” ” ”
রাধাশ্যামের দোলন বিহার ” ” ” ”
রসিকানন্দের দোলন বিহার ” ” ” ”

মাতিলেন রসিকানন্দ প্রভু
নিজ পারিষদ সনে ” ” ”
আবিরের ডালি লয়ে ” ” ”
সংকীর্ত্তনের মাঝে আবির লয়ে ” ” ”

আজ দশ দিক লাল হোল
দোলোৎসবে ফাগুরঙে ” ” ” ” ”

সমারোহে দোল যাত্রা করি মহাশয়।
সর্ব বৈষ্ণবেরে তথা করিল বিদায়।।
সর্বদিনে শ্যামদাসী ঠাকুরাণী গৃহে।
নিরন্তর ঠাকুরের সেবা করে স্নেহে।।
একদা শিশু ব্রজানন্দ কৈলা ক্রন্দন।
স্তন দানে বিলম্বে হইল ভোগ রন্ধন।।
ক্রোধে বলিলেন রসিক শুন শ্যামদাসী।
কৃষ্ণ সেবা ছাড়ি তুমি কি করহ বসি।।
পলমাত্র যবে কৃষ্ণ সেবা হয় ভঙ্গ।
যত পুত্র হৈবে তোমার নারহিবে সঙ্গ।।

শুন তবে শ্যামদাসী।

শ্রীকৃষ্ণ সেবা ভঙ্গ কৈলে ” ” ”

শ্রীকৃষ্ণ সেবা ভঙ্গ কৈলে।

নিতাই গৌর সেবা ভঙ্গ কৈলে।

পুত্রস্নেহে বিবশ হয়ে ” ” ” ” ”

এ-ও কখনও হয় কি?

নিতাই গৌরের সেবা ভঙ্গ ” ” ” ”

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা ভঙ্গ ” ” ” ”

নিত্যযুগল সেবা ভঙ্গ ” ” ” ”

অনিত্য মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে ” ” ” ”

আর প্রাণে সইল না।

শ্রীরসিকানন্দ প্রভুবরের ” ” ” ”

নবচৈতন্য রসিকানন্দের ” ” ” ”

অতি কোপাবিষ্ট হইলেন।

নিত্য সেবা ভঙ্গ দেখি ” ” ”

শাপ দিলেন শ্যামদাসীরে।
রইবে না তোমার পুত্র কেহ।
নিত্য সেবা সুখে বাধ সাধিলে " " " " "

শিখাইলেন জগজনে।
ঠাকুর সেবা ভঙ্গের ফল " "
শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কেহ আপন নয় " "
আমরা তো বটে মায়ার দাস " "

যত পুত্র হৈবে তোমার না রহিবে সঙ্গ।।
পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ মিলি চৈতন্য গোসাঞি।
চৈতন্য প্রকট এবে রসিক গোসাঞি।।
নিত্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয় শ্যামানন্দ তিহোঁ হয়
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ।।
শ্রীগদাধর তিহোঁ আজ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ
হৈলা শ্রীনিবাসের প্রিয়দাস।
শ্রীবাস পণ্ডিত যেই শ্রীরসিকানন্দ সেই
হৈলেন শ্রীশ্যামানন্দ দাস।।

হলেন রসিক রূপে প্রকট
শ্রীবাস পণ্ডিত গোসাঞি এবে " " " "
শ্রীঅনিরুদ্ধদেব এবে " " " "
শ্রীগৌর সুন্দর এবে " " " "
শ্রীশ্যামসুন্দর এবে " " " "
অন্তর্য্যামী পরমাত্মা এবে " " " "
জ্ঞানী ধ্যায়ী ব্রহ্ম এবে " " " "

রসিকানন্দ নাম এবে
শ্রীশ্যামানন্দ দাস হয়ে ” ” ”
পাপী তাপী উদ্ধারিতে ” ” ”
জগজনে নাম প্রেম দিতে ” ” ”
জগজনে গৌর প্রেম দিতে ” ” ”
জগজনে রাধাকৃষ্ণ দিতে ” ”(মাতান)

হৈলেন শ্রীশ্যামানন্দ দাস।।

বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজা ছোট রায় সেন।
রাউত্রা অনুজ তিন তারা ভাগ্যবান।।
ময়ূরভঞ্জ দেশেশ্বর মহা প্রতাপশালী।
নিরন্তর জীব হিংসায় ভরে পাপের ডালি।।
হেন বীর সাধু হৈলা শ্রীরসিক বচনে।
অসুর দলন বানা অচ্যুত নন্দনে।।

অসুর দলন বানা রসিক মুরারী
পাপী তাপী উদ্ধার কারী ” ” ” ” ”
পাপী তাপী করে ত্রাহি ত্রাহি ” ” ” ” ”
দুষ্টগণের উদ্ধার কারী ” ” ” ” ”
দেখি ভক্তগণ বলে হরিহরি ” ” ” ” (মাতান)

অসুর দলন বানা অচ্যুত নন্দনে।।

বসন্ত সময় আর বৈশাখ পূর্ণমী।
শরদ উজ্জ্বল চন্দ্র নির্মল যামিনী।।
আয়োজিল তবে গোপীবল্লভপুর মাঝে।
মহারাস যাত্রা কৈল ত্রৈলোক্য বিরাজে।।
বৃন্দাবন লীলা সব হইল পরকাশ।

যাইরে লীলার বালাই যাই।
গোপীবল্লভপুরে মহারাসোদয় ” ” ” ”

আজ সংকীর্ত্তন রাস প্রকটিল।
নটন মঙ্গল রসিক মুরারী ” ” ” ”
নটন মঙ্গল রসিক মুরারী সঙ্কীর্ত্তন সুলম্পট ” ” ”
নটন শোভার বলিহারি যাই।
নটন মঙ্গল রসিক মুরারীর ” ” ” ”
মাঝে মাঝে রসিক নাচে।
দুই দুই পরিকর তার ” ” ” ”
নিজ পারিষদ গোপীমাঝে ” ” ” ”
সঙ্কীর্ত্তন রাস রচে ” ” ” ”
তৃতীয় রাস প্রকট করি ” ” ” ”
অপূর্ব রাসোদয়
অপূর্ব নটনোদয়
রসিক মুরারী যেন শচীনন্দন ” ”
রসিক মুরারী যেন শ্যামসুন্দর ” ”
সবাই মনে করিছে
আমারি কাছে প্রাণ রসিক নাচিছে ” ” ”
নটন মাধুরীর নাই তুলনা
নিজ পারিষদ সব গোপীজনা ” ” ” ”

বৃন্দাবন লীলা সব হইল পরকাশ।
দেখিয়া সকল লোক পায় মহাত্রাস।।
হেন কালে গোক্ষুর এক নাগ ছিলা।
রসিক চরণে সেই সর্প দংশিলা।।
ঝাড়িতে না দিল কারে বিষ হৈল নাশ।
চমৎকার সবে দেখি রসিক প্রকাশ।।

কি বলব প্রভুর গুণের কথা

হলাহল বিষ হল অমৃত

রসিকানন্দের অঙ্গ পরশে ,, ,, ,, ,,
দেখি সবে চমৎকৃত ,, ,, ,, ,,
বিষ অমৃত হল পেয়ে নামামৃত ,, ,, ,, ,,

লীলা মাধুরীর বিরাম নাই।

রসিকানন্দ যে লীলাময় ,, ,, ,, ,,

চমৎকার সবে দেখি রসিক প্রকাশ।।
হেন রূপে কত দিনে রসিক মুরারী।
ভ্রমি ভ্রমি উতরিলা গিয়া বানপুরী।।
তার বিবরণ কহি সব শুন সর্বজন।
আহম্মদী বেগ বড় দুষ্ট সে যবন।।
রসিক মহিমা তারে কহিল সর্ব্বজনে।
তিহ কহে দেখি তাঁরে আন বিদ্যমানে।।
যবে সে কেরামতি দেখায়েন আমারে।
তবে নারায়ণ বলি জানিব তাঁহারে।।

কেরামতি আমারে দেখান

তোমরা সবে অল্পবুদ্ধি ,, ,, ,,
হিন্দু তোমরা মূর্খ অতি ,, ,, ,,
মত্ত হাতি বশ করুন ,, ,, ,,
বনের ভয়ঙ্কর মত্ত হাতি ,, ,, ,,
তবে আমিও নারায়ণ বলিব ,, ,, ,,

তবে নারায়ণ বলি জানিব তাঁহারে।।
হেন কালে বানপুরে প্রতি দিনে দিনে।
অরণ্যের এক গজ করয়ে পীড়নে।।
একদিন রসিক শেখর আইসে সেই পথে।
ত্বরিতে দুরন্ত হাতি আসিল সাক্ষাতে।।

রসিকে দেখিয়া হাতি দাঁড়ায় সত্বর।
হাতি মুখ চাহি কহে রসিক শেখর।।
শুন শুন ওহে তুমি মত্ত করিবর।
কৃষ্ণ ভজ সাধু সেবা কর নিরন্তর।।
শুনিয়া রসিক বাক্য মত্ত করিবর।
রসিক চরণে আসি পড়িল সত্বর।।
হাতির দক্ষিণ কর্ণে রসিক শেখর।
কৃষ্ণনাম শুনাইল মুণ্ডে দিয়া কর।।
তবে শ্রীগোপাল দাস নাম দিল তার।

গোপাল দাস নাম দিল
সেই বন্য হিংস্র কুঞ্জরে ” ” ” ”
কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়ে ” ” ” ”
গলে তুলসী মালা দিয়ে ” ” ” ”

সেই হল মহাভক্ত।
রসিকানন্দ প্রভুর কৃপায় ” ” ”

পশু পালক রসিক মুরারী
পাপী তাপী জগদুদ্ধারী ” ” ” (মাতান)

তবে শ্রীগোপাল দাস নাম দিল তার।
শুনি হাতি চরণে পড়য়ে বার বার।।
অন্তরে ডরিল বড় যবন রাজন।
অকারণে রসিকে করিলুঁ বিড়ম্বন।।
রসিক সম্মুখে আসি হৈল উপসন।
আহম্মদী বেগ তবে পড়িল চরণ।।

আহম্মদী বেগ শরণ নিল
বলে রাখ প্রভু রসিকানন্দ ” ” ” ”
আমি হই নীচ পাষণ্ড অতি ” ” ” ”
রসিকানন্দের মহিমা দেখি ” ” ” ”

তুমি শরণাগত বৎসল ,, ,, ,, ,,
মোরে কৃপা কর প্রভু ,, ,, ,, ,,
আহম্মদী বেগ তবে পড়িল চরণ।।
একদা দ্বাদশ মহোৎসবে নদী জলধার।
দূরে গিয়া আর তটে ছিল বহিবার।।
দূরে জল দেখি প্রভু রসিক শেখর।
সুবর্ণ রেখায় কিছু করিলা উত্তর।।
যবে তুমি শ্রীচৈতন্যের সেবক নিশ্চয়।
কালই যেন একুলে জল ধারা বহয়।।
হেনমতে আচম্বিতে সেই রাত্রিকালে।
অকস্মাৎ জল আসি বহিলা একুলে।।

আজ্ঞা পেয়ে রসিকানন্দের
সুবর্ণ রেখা একুলে বহে ,, ,, ,,
কেন বা এমন হ'লরে?
বুঝি ভয় জেগেছে
সেদিনের কথা স্মরণ করে ,, ,, ,,
বিরুদ্ধামতি সুবর্ণরেখার ,, ,, ,,
সেই যমুনাকর্ষণ স্মরণ করে ,, ,, ,,
বলদেবের যমুনাকর্ষণ স্মরণ করে ,, ,, ,,
প্রাণে প্রাণে জেনেছে
ভাগ্যবতী সুবর্ণ রেখা ,, ,, ,,
রসিকানন্দের লীলা রহস্য ,, ,, ,,
রসিকানন্দের চরিত রহস্য ,, ,, ,,
তাই সদয়া হয়েছেন।
সুবর্ণরেখা যমুনাঙ্গণা ,, ,, ,,

অথবা বিচার করেছে।
পুণ্য সলিলা সুবর্ণরেখা ” ” ”

বৈষ্ণব সেবা হতে কেন বঞ্চিত হই।
শ্রীকৃষ্ণের বিহার ভূমি ” ” ” ” ” ”
শ্রীচৈতন্যের বিহার ভূমি ” ” ” ” ” ”
শ্রীরসিকানন্দের বিহার ভূমি ” ” ” ” ” ”

অকস্মাৎ জল আসি বহিলা একুলে।
একদিন শ্যামানন্দ ডাকি রসিকানন্দে।
মনের অভিলাষ ব্যক্ত কৈল আনন্দে।।
আপনার হাতে বস্ত্র বান্ধি শ্যামানন্দ।
তিলক দিলেন মাথে মনের আনন্দ।।
আপনি যুড়িয়া কর সবারে কহিলা।
শ্যামানন্দ মণ্ডলীতে টীকা সে সারিলা।।

শ্যামানন্দ টীকা দিলেন
নবচৈতন্য শ্রীরসিকানন্দে ” ” ”
প্রাণপ্রিয় শ্রীরসিকানন্দে ” ” ”
শ্যামানন্দী মহান্ত পদে ” ” ”
একমাত্র মহান্ত পদে ” ” ”
শ্যামানন্দী গৌষ্ঠীর কর্ত্তা ” ” ”
সর্বযোগ্য রসিকানন্দে ” ” ”

আর কেবা যোগ্য আছে?
শ্রীগৌরাঙ্গাবতার শ্রীরসিকানন্দ ছাড়া ” ” ” ”
শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রীরসিকানন্দ ছাড়া ” ” ” ”
কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রচারিতে ” ” ” ”
কলির জীবে উদ্ধারিতে ” ” ” ”

শ্যামানন্দ মণ্ডলীতে টীকা সে সারিলা।।

রসিকের আজ্ঞাতে থাকিবে সর্ব্বজন।
সবাকারে রসিকেন্দ্র করিবে পালন।।
রসিকের আজ্ঞা কেহ না করিবে ভঙ্গ।
রসিক-বিমুখ যে সে নহে আমা সঙ্গ।।

শ্যামানন্দ প্রভু আদেশ দিলেন

রসিকানন্দের আজ্ঞা পালন লাগি ,, ,, ,, ,,
প্রাণপনে পালন করিবার লাগি ,, ,, ,, ,,
রসিকানন্দে অবহেলা নহে ,, ,, ,, ,,
রসিক-বিমুখ তাঁহার সঙ্গী নহে ,, ,, ,, ,,
রসিক-বিমুখ শ্যামানন্দী নহে ,, ,, ,, ,,

রসিক বিমুখ যে সে নহে আমা সঙ্গ।।

একদিন বসাইল বৈষ্ণব ভোজনে।
দুই চারি সহস্র বসিলা সন্তগণে।।
বজ্রাঘাত মেঘডাকে কম্পয়ে মেদিনী।
তাহা দেখি রসিকেন্দ্র কহেন আপনি।।
মোর সন্তগণ সব বসিলা ভোজনে।
গোপীবল্লভপুরে না হইবে বরিষণে।।
শুনিয়া রসিক বাক্য ইন্দ্র সুরপতি।
গ্রামে না কৈল বৃষ্টি বর্ষে চারিভিতি।।

রসিকানন্দের আজ্ঞা পেয়ে
মনে মনে গণেরে
,, ,, ,,
সুরপতি ইন্দ্রদেব ,, ,, ,,
সেদিনে কথা স্মরণ করে
কাজ নেই হেথা বিঘ্ন সেধে।
,, ,, ,, ,, ,,
এই রসিক মুরারীও সেই বটে ,, ,, ,, ,, ,,
এই কৃষ্ণ সত্তা বটে

না জানি কি আছে কপালে ” ” ” ” ”
গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা স্মরি বলে ” ” ” ” ”
গোপীবল্লভপুরে কাজ কি?
যেথা রসিক লীলাপর সেই ” ” ”
গ্রামে না কৈল বৃষ্টি বর্ষে চারিভিতি।।

পুরীতে যাইতে, মুকতা পুরেতে,
রহিলেন প্রভু তথা।
তথার প্রধান, দুষ্ট দুরজন,
কহিল কঠোর কথা।।
সহস্র বৈষ্ণব, রাজা প্রজাসব,
ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী আদি।
না মিলিবে ঘর, রহ বৃক্ষতল,
কহিল নিষ্ঠুর যদি।।
ক্ষণেকে উত্তরা, পবন বহিলা,
অগ্নি উঠে আচম্বিতে।
মহা প্রজ্বলিত, পুড়ে চারিভিত,
বড় ঘর শতে শতে।।
অগ্নিদেব রুষ্ট হলেন।
বিষ্ণু বৈষ্ণব অমর্য্যাদা দেখি ” ” ”
সে ঘরে আর কাজ কি বল?
যাহা বিষ্ণু বৈষ্ণব বাসের যোগ্য নহে ” ” ” ” ” ”
যাহা বৈষ্ণবের ছায়াদানে যোগ্য নহে ” ” ” ” ” ”
যাহা বৈষ্ণবের বিশ্রামদানে যোগ্য নহে ” ” ” ” ” ”
যাহা বৈষ্ণবের সুখের যোগ্য নহে ” ” ” ” ” ”
সে ঘর না থাকাই ভাল।
বিষ্ণু বৈষ্ণব সেবার বৈরী যে ” ” ” ” ”

একবার স্মরণ কর ভাইরে
শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি " " " "

বৈষ্ণবের স্থানে যদি হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ।।
বড় ঘর শতে শতে।।

আতঙ্ক হইয়া, সবে শীঘ্র গিয়া,
পড়িল প্রভুর পায়।
শরন পঞ্জর, সর্ব গুণ-ধর,
রাখহ প্রভু সবায়।।
শুনি স্তুতি বাণী, রসিকেন্দ্র মণি,
চাহে অমৃত নয়নে।
রসিক আজ্ঞায়, অগ্নিদেব তায়,
স্থগিল গৃহ বিনাশনে।।

অগ্নিদেব শান্ত হলেন
রসিকানন্দের আজ্ঞা পেয়ে " " "
রসিকানন্দের প্রভাবেতে " " "
বিষ্ণু বৈষ্ণব অবজ্ঞা ভুলেও যেন করো না।
সাধু বৈষ্ণব অবজ্ঞা " " " "
গুরু বৈষ্ণব অবজ্ঞা " " " "
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অবজ্ঞা " " " "
সাধু বৈষ্ণব অপরাধ " " " "

যত না করিছ সাধুর হেলন
সে তোর অনল মুখে।
দেখনা তাহাতে আপনি দহিছ
এমতি গোঙাবি দুঃখে।।

কৃষ্ণের বসতি সাধুর হৃদয়ে
সুখের বিশ্রাম ভূমি।
এমন দুর্দ্দৈব তাহার পরশ
করিতে নারিছ তুমি।।
হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।।
স্থগিল গৃহ বিনাশনে।
হেনকালে জগন্নাথ রথযাত্রা কালে।
সঙ্গে সাধু-বৈষ্ণব রসিক পদব্রজে চলে।।
ওথা রথে বিজে কৈল জগন্নাথ রায়ে।
তিন রথ লাগিলেন বালিগণ্ডী ঠাঁয়ে।।
লক্ষ লক্ষ লোক টানে ধরি রথ দড়ি।
তবুই না চলে রথ ভূমে রহে গাড়ি।।
দেখি মহারাজা বহ হতাশাগ্রস্ত হইলা।
মুদিরথে হেনকালে জগন্নাথ আজ্ঞা কৈলা।।
রসিক আসিয়া রথ করিবে দর্শন।
তবে সে চলিবে রথং না কর যতন।।

জগন্নাথ প্রতীক্ষা করেন

লক্ষ লক্ষ লোক টানে তবু ” ” ”
রাজা-পাত্র-মন্ত্রী টানে তবু ” ” ”
গাড়িবহা বলদ টানে তবু ” ” ”
রাজ হস্তি সমূহ টানে তবু ” ” ”
রসিকানন্দের আগমন লাগি ” ” ”
রসিক রথে করিবে দর্শন তাই ” ” ”
তবে সে চলিবে রথ না কর যতন।।

আঠার নালাতে রসিক কৈল আগমনে।
দেখিয়া নৃসিংহদেব রাজা পড়িল চরণে।।
বলগণ্ডীতে আসি রসিক করিল দরশন।
তিন ঠাকুরে ভেটিল রত্ন বস্ত্র আভরণ।।
রসময় গৌষ্ঠী শ্রীতুলসী দাস সঙ্গে।
সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল নানা রঙ্গে।।
আপনি করিলা নৃত্য রসিকশেখর।
মহাভাব প্রকাশে শ্রীঅঙ্গ জুরজুর।।

স্মরণ কর লীলা ভাইরে

পূর্ব্বে রথ সম্মুখে গৌরাঙ্গের নৃত্য	,,	,,	,,	,,
সঙ্গে লয়ে কীর্ত্তন মণ্ডলী	,,	,,	,,	,,
যেই গৌরাঙ্গ সেই রসিকানন্দ	,,	,,	,,	,,
নয়নে সহস্র ধারা বহে	,,	,,	,,	,,
মহাভাবের প্রকাশ হইল	,,	,,	,,	,,
অচল জগন্নাথে সচল জগন্নাথ	,,	,,	,,	,,
পূর্ব্ব লীলার পুনঃ সংঘটন	,,	,,	,,	,,

মহাভাব প্রকাশে শ্রীঅঙ্গ জুরজুর।।
ভাবাবিষ্ট রসিক মহা আনন্দে উল্লাস।
রথস্তম্ভে মাথা দিয়া ঠেলে এক পাশ।।
রসিক পরশে রথ পবন গমনে।
তিন রথ উতরিল বালিনর স্থানে।।
তবে বাদশাহ শাহজাহানে কহে দুষ্টগণে।
বড়ই মহান্ত আছে উড়িষ্যা ভুবনে।।
অরণ্যের হাতিগণে দেয় হরিনাম।
জগন্নাথ তারে কথা কহে পরমান।।

জগন্নাথ কথা কহেন

শুন মালিক বাদশাহ ” ” ”
উড়িষ্যার বড় মহান্ত ” ” ”
হাতিগণে শিষ্য করেন ” ” ”
কৃষ্ণনাম করে অরণ্যের হাতি ” ” ”
তাঁর উপদেশ পশুও শোনে ” ” ”
দেখ তাঁহার কেরামতি ” ” (মাতান)

জগন্নাথ তারে কথা কহে পরমান।।
শুনি বাদশাহ কহে খোজার চাহিয়া।
দশবিশ হাতি দেউন রসিকে কহ গিয়া।।
শাহ সুজা জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব বঙ্গদেশে।
তারে খোজা মিলিলেক বাদশাহের আদেশে।।
আদেশ লইয়া গেলা খোজা দুষ্টমতি।
অশ্ব গজ সহস্রেক করিয়া সংহতি।।
নিবেদন কৈল সবে রসিক চরণে।
মন্দ মন্দ হাসি রসিক কহে সবাস্থানে।।
গোপীবল্লভপুরে দ্বাদশ মহোৎসব হইবে।
ততদিন একজনও যবন না আসিবে।।

একজন ও যবন না আসে

হইবে দুয়াদশ মহোৎসব ” ” ” ” ”
হইবে সাধু বৈষ্ণবের আগমন ” ” ” ” ”
হইবে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ” ” ” ” ”
হেথা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের আগমন ” ” ” ” ”
শ্রীচৈতন্যের দেওয়া দণ্ড ” ” ” ” ”
শ্যামানন্দের তিরোভাব মহোৎসব ” ” ” ” ”

ততদিন একজনও যবন না আসিবে।।

দূরে থাকি যবনগণ করুন উদ্যম।
কৃষ্ণ সে দিবেন হাতি করিলে যতন।।
হেনকালে মহোৎসব আরম্ভ করিলা।
গোপাল দাস হাতি সে আসি প্রবেশিলা।।
রসিকেরে পরনাম কৈলা নিশাকালে।
হস্তি আগে কহিলেন রসিকশেখরে।।
আমার আজ্ঞায় বাপু কর এক কাজ।
দশবিশ হাতি লয়ে দেহ কাঁথি মাঝ।।
তবে হাতিগণ সঙ্গে লয়ে গজরাজ।
প্রবেশ করায় লয়ে তারে কাঁথি মাঝ।।
চতুর্দশ হাতি কাঁথি মাঝে প্রবেশিলা।
দেখি খোজা রসিকের চরণে পড়িলা।।
বাদশাহ শাহজাহান দেখিয়া লক্ষণ।
জানিল রসিকানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ।।

এযে সাক্ষাৎ নারায়ণ বটে
,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,

কলি জীবের উদ্ধারকারী
পাপী তাপী হইবে পার
নাম প্রেম প্রচার কারী
কেহ বাকী রহিবে না আর
রসিকানন্দ পশু পালনকারী

অনুভব কর ভাই রে
,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,

শ্রীচৈতন্য এবে রসিকানন্দ
যাচি কৃষ্ণ প্রেম প্রদানকারী
সর্ব জীবের মঙ্গলকারী
আত্যন্তিকী কল্যাণ করিবে বলে

আনন্দ স্বরূপ শ্রীরসিকানন্দ ” ” ” ”

জানিল রসিকানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ।।
একদা রসিক সহস্র সাধু বৈষ্ণব সঙ্গে।
নরহরিদেবের স্থানে আসিলেন বহু রঙ্গে।।
বুন্দেলখণ্ডে আসি সর্ব সাধু-সন্ত গণ।
চাহিল রামচক্র সবে করিতে ভোজন।।
সাধুসেবী নরহরিদেব অনন্দিত হইয়া।
দশ মন ডাল তবে দিলেন ভিজাইয়া।।

সাধু সন্ত ভোজন করিবেন

আনন্দিত নরহরিদেব ” ” ” ”
সাধু সেবা কত ভাগ্যে মিলে ” ” ” ”
গৃহে কৃপা করি আসিয়াছেন ” ” ” ”
সঙ্গে রসিকানন্দের আগমন ” ” ” ”
সাধুর মুখে গোবিন্দের ভোজন ” ” ” ”
আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই ” ” ” ”
জনম সার্থক হইল এবে ” ” ” ”

দশ মন ডাল তবে দিলেন ভিজাইয়া।।
ডাল দেখি আশ্রমবাসী অসমর্থ হইল।
এত শীঘ্র রামচক্র করিতে নারিল।।
দুঃখী হইলেন নরহরিদেব বিঘ্ন দেখিয়া।
প্রকাশিল মনের ব্যথা রসিকে কহিয়া।।
অভয় দিয়া রসিকানন্দ করিল স্মরণ।
চারপুত্র ব্রহ্মার তবে করিল আগমন।।
সীল-পুতা লইয়া শীঘ্র ব্রহ্মার পুত্রগণ।
সাধু বেশে দইবড়ার করিলেন আয়োজন।।

ব্রহ্মার পুত্র আগমন করেন

সনক সনন্দ সেবার লাগি ” ” ” ”
সনাতন সনৎকুমার তবে ” ” ” ”
রসিকানন্দের সেবার লাগি ” ” ” ”
বৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবার লাগি ” ” ” ”
মর্ত্ত্যলোকেও সেবার সুযোগ ” ” ” ”
সঙ্গে সাধু-সন্ত সেবা ” ” ” ”

এমন সুযোগ আর কি হবে?

অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতির সেবা ” ” ” ” ”
রাধানাথ এবে রসিকানন্দে ” ” ” ” ”
লক্ষ্মীপতি এবে রসিকানন্দে ” ” ” ” ”
গৌরসুন্দর হইল রসিকানন্দ ” ” ” ” ”
শ্রীব্রহ্মদেব এবে রসিকানন্দে ” ” ” ” ”
শ্রীপরমাত্মা এবে রসিকানন্দে ” ” ” ” ”
সঙ্গে সাধু-সন্ত জন ” ” ” ” ”

সাধুবেশে দইবড়ার করিলেন আয়োজন।।
সাধু বৈষ্ণবগণ সবে করিলেন ভোজন।
প্রফুল্লিত নরহরিদেব আনন্দিত মন।।
তবে বরাহ ভূমিতে রসিকেন্দ্র কত দিনে।
বিজে কৈল প্রভু তথা লয়ে ভক্তগণে।।
হেন কালে দুই ব্যাঘ্র রোধিল বন পথে।
ভয়েতে কহিলেন সবে রসিক সাক্ষাতে।।
সবাকারে পিছে করি প্রভু আগে আইলা।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া কহিতে লাগিলা।।
শুন শুন ওহে তোরা ব্যাঘ্র দুই জন।
দুষ্ট কর্ম্ম ছাড়ি দোঁহে কৃষ্ণে দেহ মন।।

শুনিয়া রসিক বাক্য ব্যাঘ্র দুই জন।
চরণে পড়িল দোঁহে সজল নয়ন।।

রসিকানন্দের আজ্ঞা পেয়ে
তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
বনের হিংস্র পশু ” ” ” ” ”
রসিকানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় ” ” ” ” ”

তাদের পশু স্বভাব দূরে গেল
তাদের হিংস্র স্বভাব দূরে গেল
রসিকানন্দের দরশনে ” ” ” ” ”

স্বরূপ তাদের জেগে উঠল
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ” ” ” ”

তাদের দুনয়নে বারি ঝরে
গৌর কৃষ্ণ বলতে বলতে ” ” ” ”

স্মরণ কর লীলা ভাইরে
পূরবের সেই গৌর লীলা ” ” ” ”
গৌরের ঝারিখণ্ড গমন লীলা ” ” ” ”

ঝারিখণ্ড পথে গৌর যায়
সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লোটায় ” ” ” (মাতান)

সেই লীলার প্রকাশ হোল
শ্রীরসিকানন্দ প্রভু দ্বারায় ” ” ” ”
রসিকানন্দ গৌর বটে ” ” ” ”

চরণে পড়িল দোঁহে সজল নয়ন।।
শ্রীরসিক কতদিনে গেলা নাগপুরে।
তাঁর বিবরণ কহি শুন কুতুহলে।।
কোল অধিপতি তথা দুষ্ট দুরাচার।
দ্বিজ ন্যাসী রাজা-প্রজা করে সে সংহার।।

তাহারে বচনে বুঝাইল চর গণে।
রসিকেন্দ্র ধন লয়ে যায় এই বনে।।
শুনিয়া আনন্দে দুষ্ট কহে বারে বারে।
সবে পথ-ঘাট রোধি রাখহ তাহারে।।
নিগমে বসিয়াছিল দুষ্ট অধিপতি।
আচম্বিতে প্রবেশিলা চারি মহামতি।।
দুষ্টের ধরিয়া কেশ করে প্রহারণ।
যত দণ্ড আছয়ে বিধাতার সৃজন।।
অর্ধমৃত হইয়া সেই অধিপতি আইলা।
রসিকানন্দের চরণ ধরি কাঁদিতে লাগিলা।।
হেন লক্ষ লক্ষ দুষ্ট রসিক পরশে।
ছাড়ি নিজ দুষ্ট কর্ম প্রেমানন্দে ভাসে।।

দুষ্টগণ উদ্ধার হল
রসিকানন্দ প্রভুর কৃপায় ” ” ”

সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
রসিকানন্দ প্রভুর কৃপায় ” ” ” ”

গৌর গৌর বলে সকলে
যত দুষ্ট দস্যুগণ ” ” ” ”
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে মাতি গৌর কৃষ্ণ ” (মাতান)

অধর্ম ধ্বংসন বানা রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে মনের আনন্দ।।

জয় জয় রসিক মুরারী
পাপী তাপী উদ্ধারকারী ” ” ” ”
অধর্ম নাশ ধর্ম স্থাপনকারী ” ” ” ”
নাম প্রেম বিতরণ কারী ” ” ” ”

ধর্ম্ম সংস্থাপন করে মনের আনন্দ।।
এইরূপে ধরণীতে প্রতি ঘরে ঘরে।
হরিনাম কৃষ্ণ প্রেম করিল প্রচারে।।
একদিন নিগমে রসিক মহাশয়ে।
বসিয়া করিল চিন্তা আপন হৃদয়ে।।
আমিও আপনা স্থানে করিব গমন।
রহিব তথায় যথা মোর ব্রজগোপীগণ।।
তবে ভুমিকম্প রক্তবৃষ্টি কলহ কন্দল।
ঘরে ঘরে প্রকাশিল অবনি মণ্ডল।।
হতভাগিনী হইবেন পৃথিবী এতদিনে।
রসিকেন্দ্র মনে কৈল গোলক গমনে।।

ধরণী হত ভাগিনী হবেন।
রসিকানন্দপ্রভু লুকাইবেন ” ” ” ”

লীলা সম্বরণ করিবেন।
গুণনিধি রসিকপ্রভু ” ” ”

মনে মনে বিচার কৈলেন।
রসিকানন্দ গুণমণি ” ” ” ”
এবারের লীলা পূর্ণ হোল ” ” ” ”

এ দেশে আর কাজ নাই।
হেথা সবে গৌর কৃষ্ণ বলে ” ” ” ” ”
হেথা সবে গৌর কৃষ্ণ ময় ” ” ” ” ”
নিত্য নিকুঞ্জ বিলাস ভুলে ” ” ” ” ”

সেই তো নিজ দেশ বটে।
এখন তো বিদেশে আছি ” ” ” ” ”

চল মন স্বদেশে যাই।
গোলকের নিত্য আনন্দ ধাম ” ” ” ”

কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানিলেন।

অতি ব্যথিতা ধরণীদেবী ” ” ” ”
এ সুখের নাট ভাঙ্গল বটে ” ” ” ”

এ সুখের নাট ভেঙ্গে যাবে।

সুখের নিদান রসিক লুকাবে ” ” ” ” ”
আবার অধর্মের প্রকোপ হবে ” ” ” ” ”

তাই কুলক্ষণে জানাইলেন।

দুঃখিতা ধরণীদেবী ” ” ”
রক্ত বৃষ্টি উল্কাপাৎ ” ” ”

আমি হতভাগিনী হ’ব।

আমার এ সুখের নাট ভেঙ্গে যাবে ” ” ”

ব্যাকুল হয়ে জানাইলেন।।

পুনঃ পুনঃ কুলক্ষণ দ্বারে ” ” ”

রসিকেন্দ্র মনে কৈল গোলক গমনে।।
সারতা ছাড়িয়া রেমুণাতে প্রভু গেলা।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে পশিলা।।
ব্রাহ্মণ দেখিলা মাত্র মন্দিরে পশিতে।
রহিলেন অন্তর্দ্ধান গোপীনাথ অঙ্গেতে।।

হায়! হায়! প্রভু কোথা গেলা।

মোদের ফাঁকি দিয়ে কোথা লুকাইলা ” ” ” ” ”
মোদের অনাথ করি কোথা লুকাইলা ” ” ” ” ”
মো সবারে ছাড়ি কোথা গেলা ” ” ” ” ”
মোদের নয়নমণি কোথা লুকাইলা ” ” ” ” ”

এক বার দেখা দাও।

তেমনি করে সাঙ্গোপাঙ্গে ” ” ” ”
ওহে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ” ” ”(মাতান)

হায় হায় ওহে প্রভু রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
যাঁর গুণ গায় অজ ভব দেব বৃন্দ।।
তোমার মহিমা কিছু কহনে না যায়।
দেবেন্দ্রাদি মুনিন্দ্রাদি যাঁহারে ধিয়ায়।।
জয় জয় রসিকেন্দ্র অকিঞ্চন বন্ধু।
জয় জয় ঠাকুর গোসাঁঞি সুখ সিন্ধু।।
জয় জয় রসিক মুরারী গুণধাম।
জয় জয় ঠাকুর গোসাঞি প্রিয়প্রাণ।।
জয় জয় সর্বজনে প্রেম ভক্তি দাতা।
জয় জয় দীন হীন দুঃখী পালয়িতা।।
জয় জয় শ্যামানন্দী কুল দীপ্ত চন্দ্র।
জয় জয় সর্ব মনোহারী রসিকেন্দ্র।।
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
রসিক গুণলেশ বর্ণিল রসময় নন্দন।।
জয় প্রভু রসিকানন্দ! জয় প্রভু রসিকানন্দ।
জয় প্রভু রসিকানন্দ! জয় প্রভু রসিকানন্দ।।

জয় জয় প্রভু রসিকানন্দ
পরম দয়াল প্রেমকন্দ ,, ,, ,, ,,
জীবে কৈলে দান পূর্ণানন্দ ,, ,, ,, ,,
ওহে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ,, ,, ,, (মাতান)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরেকৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ।।
গৌর হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শ্রীগুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরিবোল।।

।। জয় জয় শ্রীরাধেশ্যাম ।।

ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বিরহে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর সহিত বনের পশুগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করিতেছে।

১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার বানপুর নগরে একটি বিশাল বন্য উন্মত্ত হাতীকে শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্রী হরিনাম দীক্ষা প্রদান করিতেছেন।

১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তাপুরবাসীদের দ্বারা শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুকে অবমাননা করিবার ফলে ক্রুদ্ধ শ্রীঅগ্নিদেব গ্রামের সমস্ত ঘরকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

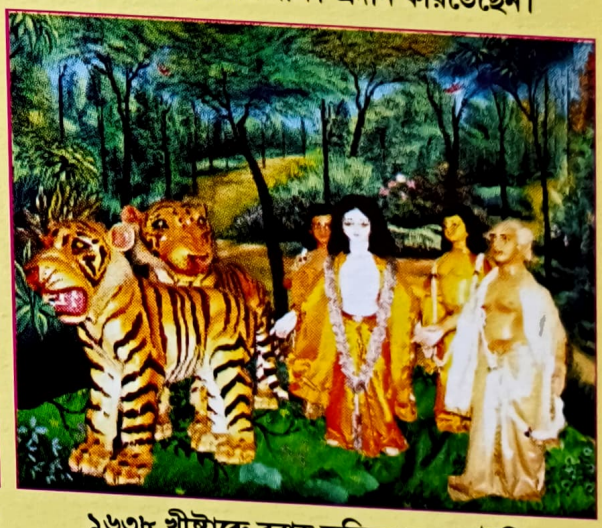

১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বরাহ ভূমিতে বনের দুইটি বিশাল ব্যাঘ্রকে শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্রী হরিনাম দীক্ষা প্রদান করিতেছেন।

শেখর ভূমির রাজার প্রার্থনাতে শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু দেবরাজ শ্রীইন্দ্রদেবকে আদেশ দিয়া শেখর ভূমিতে প্রবল বর্ষা করাইয়াছিলেন।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ দেব জীউ।

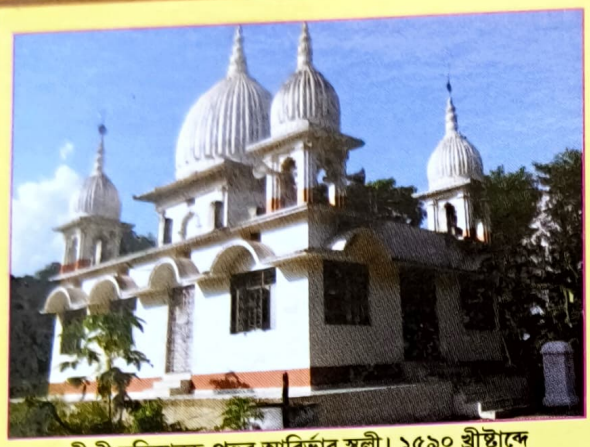

শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থলী। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে মল্লভূমের রাজধানী রোহিণী নগরে শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল।

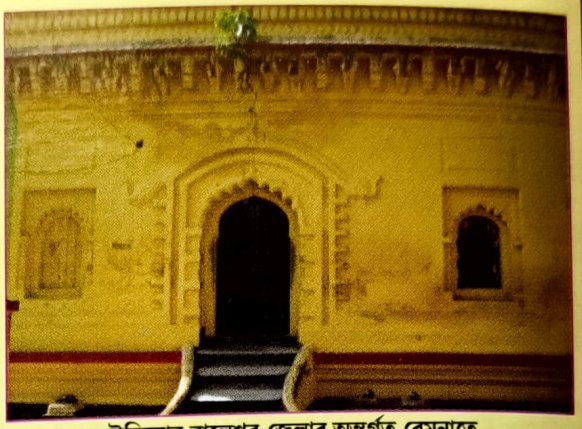

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনাতে শ্রীশ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর বিশ্রাম গৃহ।

১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধাম পুরীর কুঞ্জমঠে শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর প্রেমাকর্ষণে আগত শ্রীশ্রী বটকৃষ্ণ জীউ, পশ্চাতে যাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীশ্রী রাধারসিকরায় জীউ।

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনাতে শ্রীশ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দির।

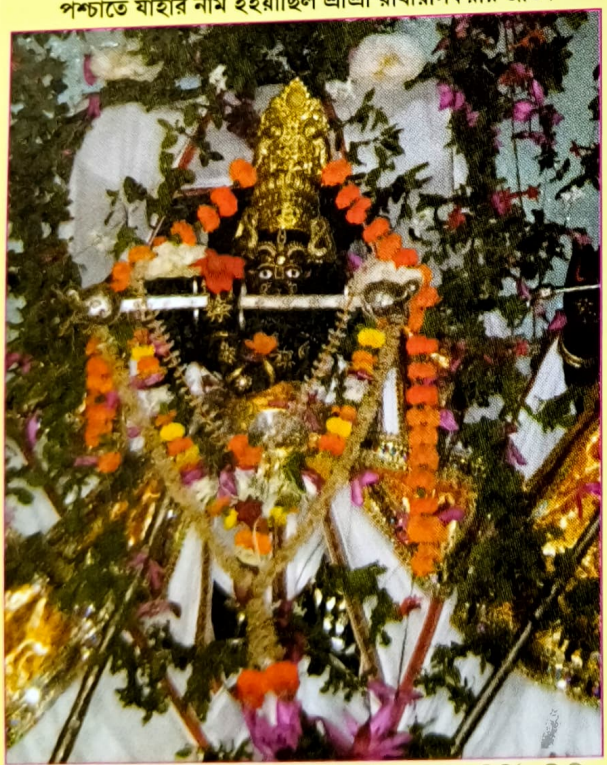

শ্রীশ্রী রামচন্দ্র এবং শ্রীশ্রী সীতা দেবীর স্বহস্তে ত্রেতাযুগে নির্মিত শ্রীশ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু সশরীর অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছিলেন।

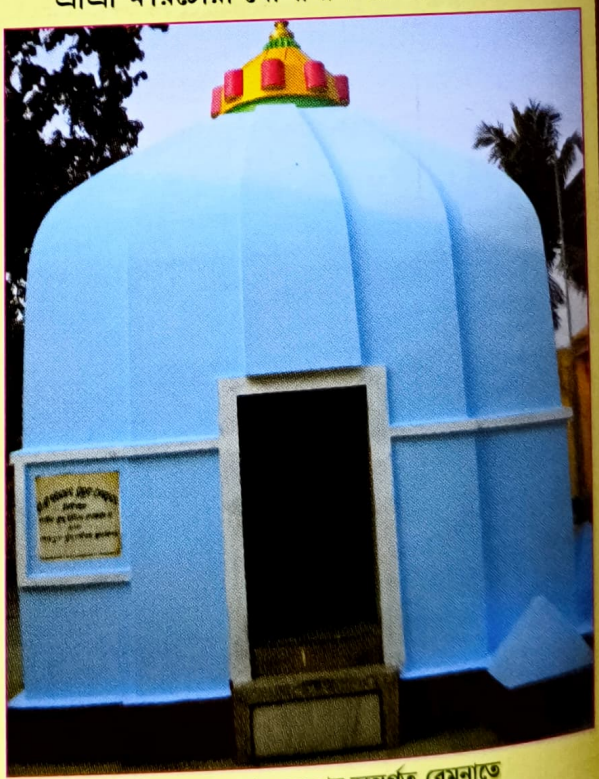

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনাতে শ্রীশ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দিরের সামনে শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভুর পুষ্প সমাধি।